সংলাপে লিবারেল পার্টি বাংলাদেশের প্রস্তাবনা :

১। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রসঙ্গে:

সকল রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, ডাটাবেজ এবং আচরনবিধি থাকতে হবে। নিবন্ধনের শর্ত মোতাবেক একটি কমন অর্গানোগ্রাম থাকবে যেখানে, পার্টি লিডার, জাতীয় নির্বাহী কমিটির প্রেসিডেন্ট, সংসদীয় দলের নেতা এবং সরকার প্রধান আলাদা আলাদা ব্যক্তি থাকবেন।

কেউ ২ বারের বেশী কোন পদে থাকতে পারবেন না। তবে সকল সাবেক দলীয় প্রধানদের দলীয় নীতি নির্ধারনী কমিটিতে সরাসরি সদস্যপদ সংরক্ষন থাকতে হবে।

দলকে চাঁদা প্রদানকারীকে আয়কর রেয়াতের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অডিট রিপোর্টে চাঁদা দাতাদের নাম প্রকাশ করতে হবে যা জনগনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সকল দলকে প্রতিবছর দলের আয়-ব্যয়ের অডিট করতে হবে।

প্রতিটি দলে দলীয় সংবিধান ও আইন অনুসরন এবং দূর্নীতি বিরোধী কার্যক্রম সচল রাখতে একটি ''জবাবদিহিতা ব্যুরো'' থাকার বিধান থাকতে হবে। দলে একটি প্রশাসনিক ক্যাডার থাকবে।

যেহেতু ১৮ বছরের উপরের সকল নাগরিক ভোটাধিকার প্রাপ্ত এবং নারী পুরুষের সমানাধিকার সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত তাই কোন দলের আলাদা অঙ্গ সংগঠনের প্রয়োজন নাই। কারন প্রতিটি দলেই নেতৃত্ব হবে একটি চলমান প্রক্রিয়া যা কাউকে সারা জীবনের জন্য বহাল রাখবে না, তাই একমাত্র নারীদের কোটা ঠিক রেখে সংশ্লিস্ট কমিটিগুলো পরিচালিত হবে। দলে কোন প্রবাসী শাখা থাকতে পারবে না।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন উন্মুক্ত রাখতে হবে। কারন যেকোন সময় শর্ত পূরন সাপেক্ষে নতুন কোন দল নিবন্ধন চাইতে পারে। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন সল্প সময়ের জন্য রাখলে তা হবে বিতর্কিত ও অনিয়মতান্ত্রিক। কোম্পানী রেজিস্ট্রেশনের মত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনেও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি গাইড লাইন প্রকাশ করত হবে। সেখানে সকল দলের জন্য অভিন্ন অর্গানোগ্রাম থাকতে হবে।

২। রাজনৈতিক তৎপরতা :

রাজনীতিকে কালোটাকা মুক্ত রাখতে প্রথমেই প্রচারের আড়ালে টাকা খরচের ধারা বন্ধ করতে হবে। এজন্য জনগনের জীবনমানের উপর প্রতিবন্ধকতা সৃস্টি করে এমন কর্মসূচী যেমন জনসভা, মিছিলের কালচার বাতিল করতে হবে।

বর্তমান মিডিয়ার যুগে মিছিল মিটিং ছাড়াও যে সরকারের ভীত কাপানো যায় বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জরুরী অবস্থার মধ্যেও তার প্রমান পাওয়া গেছে। তাই কোটি টাকার জনসভার কালচার আর চাই না। সভা সমাবেশ মিলনায়তন বা হোটেল রেস্টুরেন্ট এর মধ্যে সীমাব্ধ রাখতে হবে।

পোস্টারীং হবে সীমাবদ্ধ এলাকায়, দেয়াল লিখন চলবে না, ব্যানার ও তোরন নিষিদ্ধ থাকবে। এতে করে মানুষের দোড়গোরায় নেতাদের আনাগোনা বৃদ্ধি পাবে আর এতে জবাবদিহিতা বাড়বে।

৩। নির্বাচন :

সকল রাজনৈতিক দলে প্রার্থী মনোনয়ন হবে দলগুলোর সংসদীয় এলাকার নেতাকর্মীদের ভোটের দ্বারা। দলীয় নেতাদের আশীর্বাদে নয়।

ভোটের সময় পোস্টারিং হবে নির্বাচন কমিশনের দ্বারা। এক পোস্টারে সকল প্রার্থীর ছবি হবে। মিছিল মিটিং মাইকিং চলবে না। ঘরোয়া সভা সমাবেশ এবং গনসংযোগ চলবে। লিফলেট চলবে। অর্থাৎ টাকা খরচের রাস্তা কমিয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি জনগনকে উন্নত বিশ্বের মত মানসিকতা তৈরীতে সাহায্য করবে।

ভোটের সময় ভোট কেন্দ্রে কোন দলের বা প্রার্থীর কোন ক্যাম্প থাকবে না। তবে তাদের দলীয় বা ব্যক্তিগত নির্বাচনী এজেন্ট থাকবে।

নির্বাচনে ঋনখেলাপী, বিলখেলাপী, নামে বেনামে কোন ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, এবং রাজনীতিতে সার্বক্ষনিক নয় এমন ব্যক্তিদের মনোনয়ন বাতিল করতে হবে। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার একটি মাপকাঠি নির্ধারিত থাকতে হবে। কারন আধুনিক দুনিয়ার রাজনীতি, রাস্ট্র পরিচালনা এবং আইন প্রনয়নের প্রক্রিয়ায় অশিক্ষিত মানুষের দ্বারা জনগনের কোন কল্যান হয় না।

নির্বাচনে দলের জন্য কোন প্রতীক বরাদ্ধ থাকবে না। নির্বাচনী প্রতীক দেশের খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে মানসিক ব্ল্যাকমেইলিং করার নামান্তর। ব্যালট পেপারে প্রার্থীর ছবি দেখে এবং প্রার্থীকে জেনে জনগন ভোট দেবে।

কোন জাতীয় নেতাকে প্রচারনায় ব্যবহার করা চলবে না।

রিটার্নিং অফিসার হিসেবে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ জনগনের কাছে অধিকতর গ্রহনযোগ্য হবে।

লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ মনে করে :

১। নির্বাচনের জন্য জরুরী অবস্থা কোন বাধা নয়। বরং জননিরাপত্তার জন্য এটি সহায়ক। তবে গনসংযোগের জন্য তা শিথিল হতে পারে।

২। স্থানীয় সরকার তথা উপজেলা ও জেলা পরিষদ নির্বাচনের পূর্বে কোন প্রকার জাতীয় সংসদ নির্বাচন জনগনের জন্য কল্যানকর হবে না। লিবারেল পার্টি এটি গ্রহন করবে না।

৩। জনসংখ্যানুপাতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতির নিশ্চয়তার পরেই কেবল সংসদ নির্বাচন হতে হবে। কোন এলাকায় ৬ লাখ ভোটার আর কোন এলাকায় ২ লাখ ভোটার এটি অগনতান্ত্রিক এবং সংবিধানের প্রতি সংগতিপূর্ন নয়। এটির সমাধান করতে হবে।

৪। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। সংখ্যালঘু জাতিসত্বার স্বীকৃতি স্বরুপ এদের জন্য জাতীয় সংসদের আসন সংরক্ষন করে সংখ্যালঘুদের ভোটে সংখ্যালঘু প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে যেকোন দল থেকেই প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া চলবে।

৫। নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন নারীদের জন্য অবমাননাকর। এই অবস্থার আবসানকল্পে সকল দলকে প্রার্থী মনোনয়নের বেলায় ১০%-৩০% আসন নারী প্রার্থীদের বরাদ্ধ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সংসদীয় এলাকায় নারী প্রার্থীগন দলীয় কর্মীদের মনোনয়ন না পেলে, নারীদের নেতৃত্ব প্রাতিষ্ঠানিকতা না পাওয়া পর্যন্ত বর্তমান কাঠামোর দলীয় নেতৃত্ব তা নির্ধারন করে দিতে পারবে।

৬। বর্তমান সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তন করে একটি মিশ্র পদ্ধতির সরকার কাঠামো প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার সকল রাজনৈতিক দলকে করতে হবে। সরকারে ব্যালান্স পদ্ধতি না থাকলে জনগনের কল্যান হয় না। আর একটি কার্যকর জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল হতে পারে জনগনের রক্ষা কবচ।

শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ
পার্টি লিডার ও প্রেসিডেন্ট

আফজালুল হক সিকদার
মহাসচিব